রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ২৭, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ ২৭ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.২৬৪—জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী জনাব কফি আনান গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বাংলাদেশের সুহৃদ এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে বিশ্ব এক প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী, সাহসী, সফল কূটনীতিক ও মানবাধিকার কর্মীকে হারাল।

২। জনাব কফি আনানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৫ ভাদ্র ১৪২৫/২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৫ ভাদ্র ১৪২৫
ঢাকা: ----------
২০ আগস্ট ২০১৮

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব জনাব কফি আনান গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জনাব কফি আনান ১৯৩৮ সালে ঘানায় জন্মগ্রহণ করেন। অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের শুরুতে জনাব কফি আনান জাতিসংঘের সহযোগী সংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য সময় তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। এ সকল পদে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে জাতিসংঘের মহাসচিব হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে উক্ত গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম মেয়াদে জাতিসংঘের কার্যক্রমে অভাবনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনায় জনাব কফি আনানকে দ্বিতীয় মেয়াদে জাতিসংঘের মহাসচিব পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি শান্তিরক্ষা সংস্থাকে নতুন রূপ দিয়ে বেসামরিক নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় আরও বেশি তৎপর ও কার্যকর করেছেন। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা এবং এইডসের মতো দুরারোগ্য রোগের প্রতিরোধে তাঁর কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ জাতিসংঘকে বিশ্ববাসীর কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সংস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা এবং বিশ্বমানবতা রক্ষার অভিযাত্রায় সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব কফি আনানকে ২০০১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার-এ ভূষিত করা হয়।

জনাব কফি আনান জীবনের বেশিরভাগ সময় শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ বিশ্ব গড়তে সংগ্রাম করে গেছেন। শান্তির অন্বেষায় তিনি ক্লান্তিহীনভাবে বিশ্বময় ভ্রমণ করেছেন। আর্ত-মানবতার সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এজন্য তিনি কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমান্তে নিজেকে কখনও আবদ্ধ রাখেননি। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার এক অতন্দ্র প্রহরী।

জাতিসংঘ মহাসচিব পদের দায়িত্ব পরিসমাপ্তির পরও জনাব কফি আনান শান্তির বিশ্ব গড়তে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এরই অংশ হিসাবে ২০০৭ সালে তিনি গড়ে তোলেন কফি আনান ফাউন্ডেশন। 'শান্তির পথে' স্লোগানে যাত্রা করা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হন। এছাড়া, তিনি নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতিষ্ঠিত 'দ্য এল্ডার্স'-এর প্রধান হিসাবেও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে গেছেন।

জনাব কফি আনান ছিলেন বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। উল্লেখ্য যে ১৫ মার্চ ২০০১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব কফি আনান উপস্থিত ছিলেন। ২০১৬ সালে আনান কমিশন নামে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত যৌথ কমিশন রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ৮৮ দফা সংবলিত সুপারিশ প্রদান করে যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়। এই যৌক্তিক সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আহ্বান জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের সুহৃদ এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে বিশ্ব এক প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী, সাহসী, সফল কূটনীতিক ও মানবাধিকার কর্মীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব কফি আনানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd